জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 7th Dec. 1960 { ২৯শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

G. P. Service

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62354/57, 67

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

উজ্জ্বল ঐতিহ্য ও [logo] নিখুঁততা আমার।

প্রস্তুতকারকঃ

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M. 15.88

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

হুজুরের জিদে গরম পানি

—•—

রামকমল মুখুজ্যে ছিলেন পাকা সুদখোর। হ্যাণ্ডনোট ভিন্ন টাকা ধার দিতেন না। চাহিবামাত্র "দিবার অঙ্গীকারে" বাক্যটি তাঁহার বড় রুচিকর ছিল। হ্যাণ্ডনোট এক বৎসরের হইবামাত্র তিনি চাইতে আরম্ভ করিতেন। অন্ততঃ দেনাদারকে হিসাব করিতে বাধ্য করিতেন। বলিতেন—টাকা তো দিতে হবে না। হিসাব করে যা হবে তা আর একখানা নূতন হ্যাণ্ডনোটে লিখে দিলেই তো চাহিবা মাত্র দেওয়া হ'লো। দেনাদার টাকা না দিতে পারলে তাই করে দিত। কাজেই নগদ টাকা মুখুজ্যে মশায়ের পাওয়া না হ'লেও তার সুদ ঠিক চলতে লাগলো। মুখুজ্যে মশায় পুরাতন হ্যাণ্ডনোট খানা শোধ জ্ঞানে তাহার পৃষ্ঠে নূতন হ্যাণ্ডনোটের লিখিত অঙ্ক মবলগ বাঁধিয়া জমা করিয়া খত্‌খানার মাথা ছিঁড়িয়া রাখিতেন। তাহার মতলব ছিল না, কাহার নিকট অন্যায় করিয়া টাকা আদায় করেন। নূতন হ্যাণ্ডনোট নেওয়ার মানে সুদের টাকারও সেদিন হইতে সুদ চলিতে লাগিল।

মহকুমায় একজন নূতন মুন্সেফবাবু আসিয়াছেন, দেনাদারের উপর তাঁহার দয়া খুব এই সংবাদ দেশে রটিয়া গিয়াছে। তিনি এলাকায় কে কে পাকা সুদখোর তাহা অপর এক মুন্সেফের কাছে গল্পছলে জানিয়া লইয়াছেন। রামকমল মুখুজ্যেকে তাঁহার বন্ধু মুন্সেফ সাইলক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

একদিন রবিবারে দুই মুন্সেফ তাঁহাদের কোয়ার্টারের সামনে মাঠে বেঞ্চ পাতিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন। এমন সময়ে যিনি তাঁহাকে চিনিতেন তিনি চাপা গলায় নবাগতকে বলিলেন দেখুন এরই কথা বলেছিলাম। ইনি সেই মুখুজ্যে। নূতন বাবু বলিলেন "সাইলক"? রামকমল মুখুজ্যের কানে কথাটা যাইবা মাত্র তাঁহাদের নিকট ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—"আমি লেখাপড়া জানিনে, কিন্তু শ্যালক মানে যে শালা তা আমি জানি। আমাকে যাহারা শ্যালক বলবে তারাও শ্যালক। এখন তো কনটেম্ কোর্ট হবে না। ফৌজদারীতে হলপ্ নিয়ে নালিশ করতে হবে।" নূতন মুন্সেফ বাবু সুদের সুদ ডিক্রী দেন না তাহা রামকমল শুনিয়াছে। নূতন মুন্সেফ বাবু 'সেনগুপ্ত' তাহাও জানিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুখুজ্যে মশায় পুরাতন হ্যাণ্ডনোটের সব টাকা হিসাব করিয়া নূতন হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইতেন। একজনকে ৩০০৲ টাকা দিয়াছিলেন তাহা কয়েক বৎসরে সুদে আসলে ১১০০৲ টাকার অধিক হইয়াছে। রামকমল দেনাদারকে টাকা চাহিলেন, দেনাদার দিতে পারিল না, মুখুজ্যে মশায় ৯৯৯৲ টাকার নালিশ করিলেন। সেনগুপ্ত বাবুর এজলাসে মামলা উঠিল। মুখুজ্যে মশায় নূতন পাশ করা উকিল ভিন্ন বেশি টাকা কিঃ দিয়া অভিজ্ঞ উকিল নিযুক্ত করিতেন না। তিনি বলিতেন 'খ' কারাদি মামলা ডিক্রী করিতে ভাল উকিলের দরকার কি?

একজন নূতন পাশ করা উকিল তাঁহাকে সনাক্ত করিয়া মুন্সেফ বাবুকে বলিলেন "ইনি রামকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মূলে ৩০০৲ টাকা ধার দিয়া হুজুরের আদালতে ৯৯৯৲ টাকার দাবী করিয়া এই আর্জি দাখিল করিতেছেন। ইহার প্রমাণ এই ছিন্নমস্তক পরিশোধ হওয়া হ্যাণ্ডনোটগুলি। দেনাদার স্বহস্তে এইগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন।" উকিল বাবু কথা শেষ করা মাত্র মুন্সেফ বাবু মুখুজ্যে মশায়কে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইলেন। অপর পক্ষের কেহ উকিল ছিল না। সে পক্ষের আদালতের কৃপা ভিক্ষা করিয়া আবেদন করা হইয়াছিল, যে দেনাদার মাত্র ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। বাদী ৯৯৯৲ টাকা দাবি করিয়াছে। সুদের সুদ দিতে হইলে আমার ভিটা পর্য্যন্ত থাকিবে না। আমি হুজুরের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি যাহাতে আমি রক্ষা পাই।

মুন্সেফ বাবু মুখুজ্যে মশায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ব্রাহ্মণ, কেমন ব্রাহ্মণ?"

মুখুজ্যে মশায় উত্তর দিলেন আমি সুদখোর-কসাই ব্রাহ্মণ। জাতির কথা লইয়া টিটকারী শুনিতে আদালতে আসি নাই। হুজুর যেমন বৈদ্য আমিও তেমনি ব্রাহ্মণ।

দর্শকে আদালত গৃহ ভরিয়া গিয়াছে। একজন প্রবীণ উকিল মুখুজ্যে মশায়কে চুপ করিয়া বলিলেন আদালত অবমাননা হইতেছে যে, মুখুজ্যে মশায় বলিল "জাতি লইয়া আমাকে অবমাননা করিলেই তাঁহাকেও জাতির কথা শুনিতেই হইবে। আমার যেমন শাস্ত্রজ্ঞান নেই উঁহারও তেমনি নাড়ীজ্ঞান নেই।" ইহা শুনিয়া মুন্সেফ বাবু বলিলেন "আমি ৪৫০৲ টাকার এক পয়সা বেশী ডিক্রী দেবো না। সুদের সুদ তস্যসুদ। মুখুজ্যে মশায় জবাব দিলেন মাহারাণী সুদের সুদ দিচ্ছেন ও কেন দেবে না। ওকি লাট সাহেব।"

মুন্সেফ—মহারাণী কি আপনার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলেন?

মুখুজ্যে—আমি ডাকঘরে ৫০০৲ সেভিন্ ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছিলাম। পোষ্ট মাষ্টার বাবু তাগাদা করে পাশ বুক চেয়ে নিয়ে সুদ জমা করে দিলেন। তারও সুদ চলবে। মাহারাণীর সুদের সুদ দেওয়া হোল নাকি?

মুন্সেফ—আমি ৪৫০৲ বেশী এক পয়সাও দেব না, আমার কথা থাকবে।

মুখুজ্যে—একখানা দরখাস্ত দেব হুজুর! একটু সময় দেন। এইবার মুখুজ্যে মশায় উকিলের হাতে একখানি ডেমি দিয়া বলিলেন "আদালতের নাম লিখুন মোকদ্দমার নং দিন। এইবার লিখুন হুজুর আদালতে হাজির হওয়ার পর শুনিলাম আমার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিবাদী কতকগুলি কাচ্চাবাচ্চা লইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে। আমি আমার মায় সুদ সমস্ত টাকা ১৩০০ শত কয়েক টাকা হওয়াতে এই মুন্সেফের হাজার টাকার বেশী দাবির মামলা করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া ৯৯৯৲ টাকার আর্জ্জি করিয়াছিলাম। এক্ষণে দাবীকৃত সমস্ত টাকা বিবাদীকে রেহাই দিলাম। উহার উপর

মোকদ্দমা করায় তাহার যে খরচা হইয়াছে তাহা আমার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে এই এজলাসেই তাহা মিটাইয়া দিতেছি।

দরখাস্তখানিতে ৸০ আনার একখানি কোর্ট ফি লাগাইয়া পেস্কারকে দিবামাত্র হাকিম বাবু পেস্কারকে উহা পান্‌চ করিতে নিষেধ করিলেন। মুখুজ্যে মশায় হাকিমকে বলিলেন "হুজুর আমার এক বাবা যে দরখাস্ত দিয়াছি তাহা ফেরত নেব না। তাহা পান্‌চ করুন আর না করুন। দেন, ৪৫০৲ টাকা ডিক্রী দেন? হুজুরের জিদে সওয়া বার আনার খরচাতেই পানি ঢালা হয়ে গেল।"

মুখুজ্যে মশায়ের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সমাগত উকিল বাবুগণ বলিলেন "মুখুজ্যে মশায়! ৪৫০৲ টাকাও তো পাচ্ছিলেন, এ আপনার কোন্ বুদ্ধি হলো?"

মুখুজ্যে—এলে, বেলে পাশ করে আপনাদের মত বুদ্ধি হোলে আপনাদের মত গাছতলায় গাছতলায় ঘুরতাম। ক'দিন পর দেখবেন আমার টেষ্টোকেস। আজ হুজুরের জিদে গরম পানি ঢেলে চল্‌লাম। ক্ষমতার আসনে বসিয়া বেআইনি জিদের যে কি পরিণতি তাহা হাকিম বাবুর মুখের দিকে তাকালেই বুঝা যায়।

নূতন চাউলের দর

রঘুনাথগঞ্জ বাজারে নূতন মোটা আছাঁটা চাউল প্রতি মণ ২০৲, ছাঁটা ২১৲ মিহি আছাঁটা ২১৲ ছাঁটা ২২৲৫০ নঃ পঃ দরে বিক্রয় হইতেছে।

বাংলা হইতে বিহারে

ডি-ভি-সির প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতা হইতে বিহারের মাইথনে সরাইয়া নিবার চেষ্টা হইতেছে। এই অপসারণের কাজে খরচ পড়িবে ১৬৮ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিবেন ৯১'৬৮ লক্ষ টাকা। মাইথনে এতগুলি কর্ম্মীর স্থান সঙ্কুলান কোনও মতে সম্ভব নয় তবুও একাজ নাকি করিতেই হইবে। রকম দেখিয়া মনে হয় মহম্মদ তুঘলকের প্রেতাত্মা এখনো আমাদের মায়া ছাড়িতে পারে নাই।

ঘাটের কথা

প্রথমা—দিদি প্রধান মন্ত্রীর বেরুবাড়ী দান করার জন্য গৃহীতা নুন সাহেব ও তার বেগম আসবে নিশ্চয় ওদের দিল্লীতে আনা চায় আয়ুব খাঁকে সুপারিশ করতে হবে।

দ্বিতীয়া—বেগম সাহেবা জুতো ফেলবে। সেই জুতা প্রধান মন্ত্রী তো তুলে দিবেন। তা না হলে এই দান যজ্ঞের স্ত্রী-আচার বাদ যাবে যে।

বচন সর্ব্বস্ব

কোন চীনা জঙ্গী বিমান যদি ভারতের আকাশ সীমানা লঙ্ঘন করে তবে উহাকে গুলী করিয়া নামানো হইবে—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি। আকাশ-সীমানা লঙ্ঘনের শাস্তির কথা তো শোনা গেল—লাডাক ও লংজুর ভূ-সীমানা লঙ্ঘনের বেলায় কি ব্যবস্থা হইয়াছে?

সুটিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ

বর্দ্ধমান সহরের অধিবাসী শ্রীমঙ্গলদাস চট্টোপাধ্যায় গত ৭ম জাতীয় সুটিং প্রতিযোগিতায় ২৩নং বিষয়ে সেণ্টার ফায়ার নন-প্রহিবিটেড পিস্তল রিভলভার সুটিংএ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। গত ১০ই হইতে ২০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত দিল্লীতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের এই কৃতিত্বে বর্দ্ধমানবাসী গৌরব বোধ করিবে। 'বর্দ্ধমান বাণী'

অনাহারী পোষ্ট-নিষ্ঠা

(৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আমার জন্মভূমি" সুরে)

এমন পোষ্ট কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
যাহার জন্যে ইতর ভদ্র সবার চরণ চুমি।
মান সম্মান যশের খনি, আমাদের এই বাংলা খানি
তাহার মধ্যে আছে পোষ্ট সকল পোষ্টের সেরা।
ইলেক্‌সনে তৈরী সেটা কম্পিটিসন ঘেরা॥
এমন পোষ্ট ইত্যাদি.....

নাইক এতে মাইনে কড়ি, কেবল পোষ্ট অনাহারী,
তারি তরে মারামারি করে ঘরে ঘরে।
(খালি) 'নামকা বাস্তে' ভোট কিনতে
রুপেয়া খরচ করে।
এমন পোষ্ট ইত্যাদি.....

দেখ এক বিষম আশ্চর্য্য, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য
তারাও পাচ্ছে এ সব কার্য্য, কেবল ভোটের চোটে।
(যারা) বায়না নইলে কয়না কথা
তারাও বেগার খাটে॥
এমন পোষ্ট ইত্যাদি.....

যদি বল দেশের লাগি, এই বাবুরা স্বার্থত্যাগী
বেগার খাটেন এঁরা সবে দেশের উপকারে।
(তবে) মরা ফেল্‌তে ডাক্‌লে কেন
লুকিয়ে থাকে ঘরে॥
এমন পোষ্ট ইত্যাদি.....

দেখে শু'নে লাগছে ধন্ধ, মনে মনে হচ্ছে সন্দ,
হয়ত এতে আছে কোন লুক্কায়িত মধু।
(নইলে) একটী পয়সার মা বাপ যারা
বেগার খাটে শুধু?
এমন পোষ্ট ইত্যাদি.....

পে'তে এই সম্মানের পোষ্ট, পূর্ব্ব সম্মান হ'ল নষ্ট,
তবুরে বেগারী পোষ্ট দিবনাক ছাড়ি।
(যেন) অনাহারী পোষ্টে থেকে অনাহারেই মরি॥
এমন পোষ্ট ইত্যাদি.....

নতুন যাদুঘর

পশ্চিমবঙ্গে, যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক হইয়া থাকে সেই সকল নিদর্শনের একটা নূতন যাদুঘর স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইদানীং প্রত্নতাত্ত্বিক ডিরেক্টরেট স্থাপন করিয়াছেন সেই দপ্তর হইতে এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খননাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনগুলি লইয়া একটী যাদুঘর স্থাপনের এক প্রকল্প রচনা করিয়াছেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ৩নং ব্লকের একতলায় প্রায় ৩ হাজার বর্গফুট পরিমিত একটী প্রকোষ্ঠে ঐ প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর স্থাপনের প্রস্তাব প্রকল্পে করা হইয়াছে ইহার সঙ্গে গবেষণাকারীদের সুবিধার্থে একটী লাইব্রেরী রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

কলিকাতায় মানসিক রোগের নূতন হাসপাতাল

কলিকাতায় গোবরাস্থিত বর্তমানে অব্যবহৃত এ ভি কুষ্ঠ হাসপাতালের গৃহে সরকার ১১,৩৩,১০০৲ টাকা আনুমানিক ব্যয়ে ১০০টি ইন্‌ডোর বেড সমেত একটি মানসিক রোগ চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

একস্‌রে অপেক্ষা উন্নততর যন্ত্র

আমাদের দেহযন্ত্র বিকল হইলে চিকিৎসকেরা রোগের লক্ষণ মিলাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের সম্পর্কে এক্সরে'র সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া রোগের অবস্থা নিরূপণ করা হয়। এক্সরের সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরের অবস্থা যে কি তাহার একটা স্থিরচিত্র পাইতে পারি—কিন্তু দেহযন্ত্রের কাজ কেমন করিয়া হইতেছে তাহার এবং রোগগ্রস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চলমান ছবি আমরা পাই না। তাহা দেখিবার উপায়ও এতকাল ছিল না। তবে ক্লোরোস্কোপিক নামে একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, আমাদের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ যে কেমন করিয়া চলিতেছে তাহার ছবি সূচীভেদ্য অন্ধকারে এই যন্ত্রের পর্দ্দার উপরে প্রতিফলিত হয়। তবে চোখ তৈয়ারী না থাকিলে তাহা হইতে কিছু বোঝা কঠিন—এক্সরের আলোকচিত্রের বা নেগেটিভের রেকর্ড থাকে, রোগীর ক্রমোন্নতি পর পর গৃহীত আলোকচিত্রে ধরা পড়ে। কিন্তু ক্লোরোসকোপিক যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দেহের অভ্যন্তরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থা জানা গেলেও তাদের কোন রেকর্ড রাখা সম্ভব হয় নাই।

ডাঃ মরগ্যান নামে জনৈক বিজ্ঞানী সম্প্রতি এই অভাব পূরণ করিয়াছেন। তিনি ইনটেনসিয়ফার নামে যে অভিনব যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে বেতারবীক্ষণ বা টেলিভিশন যন্ত্রের সাহায্যে নেওয়া হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় রোগীকে একটি টেবিলের উপর শোয়াইয়া রাখা হয় এবং টেবিলের নীচ হইতে এক্সরে রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়। এই রশ্মি তাহার দেহ ভেদ করিয়া যখন আসে তখন ঐ এক্সরে যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত টেলিভিশন যন্ত্রটি চালু হইয়া যায়। রোগীর দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুস্পষ্ট ছবিও টেলিভিশন সেটে ফুটিয়া উঠে। ডাঃ মরগ্যান দশ বছর হইল এ নিয়া গবেষণা করিতেছেন। এই নূতন যন্ত্রটির সুবিধা হইল যে, এ ব্যবস্থায় এক্সরের নিগেটিভ বা আলোকচিত্রের জন্য অথবা ক্লোরোসকোপিক যন্ত্রের জন্য যে পরিমাণ রশ্মির প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ রশ্মির আদৌ প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘরেরও কোন প্রয়োজন হয় না বলিয়া রোগীর ভয় পাওয়ার কোন কারণ থাকে না। আর একটি সুবিধা—বেতারবীক্ষণের পর্দ্দায় যে ছবিটি ফুটিয়া উঠে তাহার চলচ্চিত্র গ্রহণ করিয়া রাখা যাইতে পারে—পরে এই রেকর্ডের ভিত্তিতে চিকিৎসকেরাও এ নিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আলোচনা করিতে পারেন। বর্ত্তমানে চিকিৎসাক্ষেত্রে এই যন্ত্রটি খুবই ব্যবহৃত হইতেছে।

পঞ্চায়েতী বিচারালয়

কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চায়েতী বিচারালয়ের সম্ভবপর উন্নয়ন সাধনের জন্য সেগুলির কার্য ব্যবস্থার পর্যালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে একটি দল গঠন করা হইয়াছে। পঞ্চায়েতী বিচারালয়ে কিভাবে দ্রুত, অল্প ব্যয়ে নিরপেক্ষ বিচারের প্রতিষ্ঠান করিয়া তোলা যায় তাহার উপায় সুপারিশ করাই হইবে এই দলটির প্রধান কাজ। তাহা ছাড়া পঞ্চায়েতী বিচারালয়কে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্যও তাঁহারা উপায় নির্দেশ করিবেন।

সাবাশ চন্দ্রেশ্বর

এ সেপাই তালপাতার সেপাই নয় কর্ত্তব্যের ইস্পাতে গড়া খাঁটি সৈনিক। এ সেপাই সেই সেপাই নয় যাদের দৈনিক সংবাদপত্রের আইন আদালতের পৃষ্ঠায় রেলের ওয়াগন ভঙ্গকারীদের সাহায্য করার জন্য ধরা পড়ে আসামীর কাঠগড়ায় দেখি। এ সেপাই অর্পিত দায়িত্ব পালন করার মূর্ত্ত প্রতীক।

১৯ শে নভেম্বর রাত্রি তিনটা। চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ সিং রেলরক্ষী সিপাহী বর্দ্ধমান রেলের ইয়ার্ডে প্রহরা দিচ্ছে। দেখতে পেলো কে একজন যন্ত্রপাতি নিয়ে একটী ওয়াগন ভাঙছে। তারপর ছোট একটী শব্দ। গুলিবিদ্ধ হয়ে বিখ্যাত ওয়াগন ভঙ্গকারী এবং তামার তার অপহরণকারী বিজয় শেখ সেইখানেই লুটিয়ে পড়লো। এই চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ আজ রক্ষী বাহিনীর মান কত উঁচুতে তুলে ধরেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার দিয়ে একে ভূষিত করা হোক—সমগ্র রেলরক্ষী বাহিনী প্রেরণা পাবে। উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষ অবহিত হোন। 'বর্দ্ধমান বাণী'

নূতন ডাকঘর

গত নভেম্বর মাসে সাগরদীঘি থানার মণিগ্রাম ইউনিয়নের আদি-কান্তনগর গ্রামে একটী ডাকঘর খোলা হইয়াছে। এখান হইতে কান্তনগর, ফ্রেজারনগর, বীরেন্দ্রনগর, উজ্জ্বলনগর, সাহেবনগর, রঘুনাথপুর, মহম্মদপুর, ফুলবাড়ী, গাদী, ভাটাপাড়া, প্রভৃতি গ্রামে চিঠিপত্র, মনিঅর্ডার, পার্শ্বেল বিলি হইবে।

নরমের ব্যাঘ্র গরমের ছুঁচো

বাস্তার-এর মহারাজা আদিবাসীদের সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন, এই অভিযোগে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে রাজ্যের বাহিরে গিয়া থাকিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। মহারাজার বেলায় শোনা যায় অনুরোধ, আর সাধারণের বেলায় দেখি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা। সাহেব ও মহারাজদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'লেজনাড়া' এখনো এদেশ হইতে অদৃশ্য হয় নাই।

শুঁতোর ঠেলা

লিওপোল্ডভিলের খবর, কংগোলিজ সৈন্যেরা বাছিয়া বাছিয়া ভারতীয় অফিসারদের ধরিয়া আনিয়া মারপিট করিতেছে। সীমান্তে পাকিস্থানী গুঁতা আমরা অনেক দিন যাবৎ খাইতেছি। সীমানার ভিতরে রহিয়াছে পর্ত্তুগীজ ও নাগা বিদ্রোহীদের গুঁতা। এমন বেওয়ারিশ জাতিকে কংগোলিজরাই বা ঠেঙাইতে ইতস্ততঃ করিবে কেন?

কৃষিকার্য্যের চিত্র প্রদর্শনী

কিছুদিন পূর্ব্বে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ হলে ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের আয়োজিত ইউনাইটেড ষ্টেটসের কৃষিকার্য্যে অগ্রগতির তথ্য সমূহের সম্যক পরিচয়-জ্ঞাপক এক সুন্দর চিত্র প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শ্রীসি, এন, পেন, এণ্টনি মহোদয়। ইউ-এস-আই-এসের প্রতিনিধি মিঃ ব্রাউন তাঁহার দেশের কৃষি সাফল্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া স্বাধীন ভারতের কৃষি উন্নয়নেরও প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণের পর প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটিত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা মির্জাপুর রেশম শিল্পী সমবায় সংঘ লিঃ এর সভ্য ও লেনদেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে জানান যাইতেছে যে, ১৯৫৯-১৯৬০ সালের বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা কার্য্য চলিতেছে। অতএব তাঁহারা যেন তাঁহাদের হিসাব অত্র তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে সংঘের অফিসকক্ষে উপস্থিত হইয়া বুঝিয়া লইয়া যান। কোনরূপ হিসাবের গরমিল হইলে উপরি উক্ত অফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত অডিট এ্যাসিষ্ট্যাণ্টদের নিকট অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইবেন। অন্যথায় সংঘের হিসাব ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। ৬।১২।৬০

মেসার্স এস্, এন্, মুখার্জী এণ্ড কোং
চার্টার্ড এ্যাকাউণ্টেণ্টস্,
১ বি ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬০

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৩২ খাং ডিঃ ইন্দ্রভূষণ মিশ্র দেং তামু সেখ দাবি ৮ টাকা ৩২ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে শ্রীমন্তপুর ১৩ শতকের কাত ২.৮৯ আঃ ২৫৲ খং ৩০০

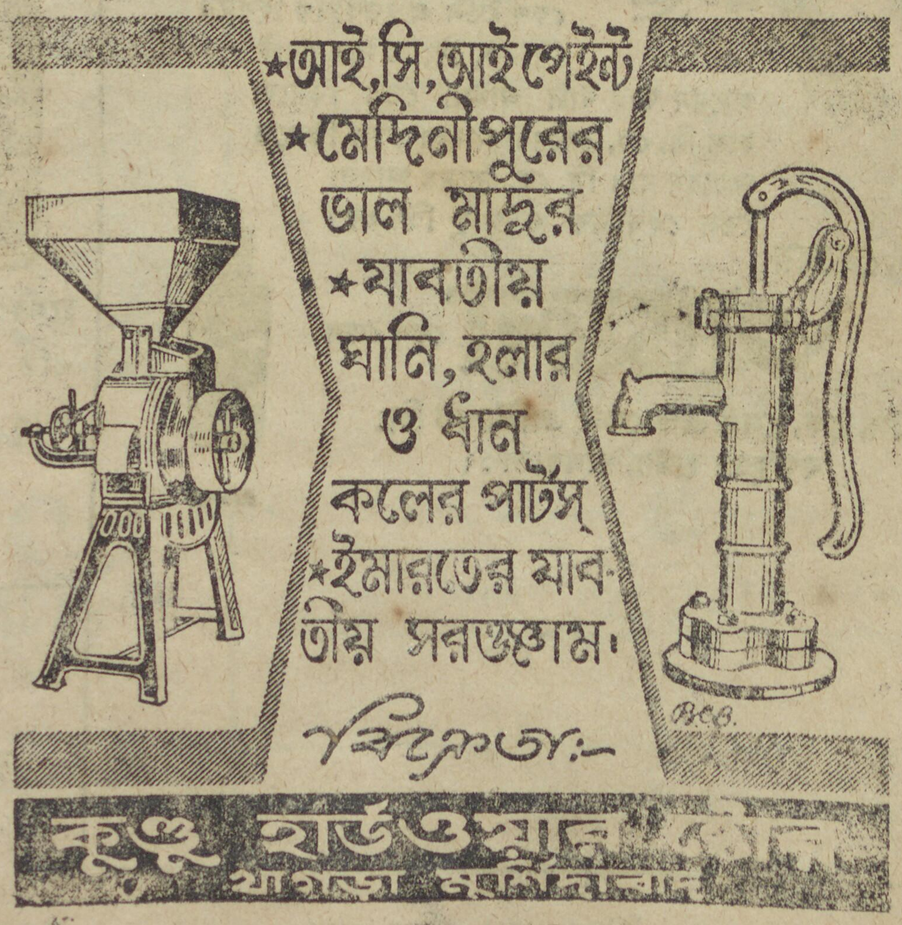

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার [illegible]

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে [illegible]

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে [illegible] ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সুতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"** চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।